এক চিলতে রোদ্দুর

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
এক চিলতে রোদ্দুর	৩
ইচ্ছামতীর তীরে	৪
শুভদৃষ্টি	৫
সুবিচারের অভাব	৬
প্রিয়	৭
শিক্ষকের অবদান	৮
বয়সের বাড়ি	৯
অবাক	১০
বুঝতে শিখিনি	১১
প্রতীক্ষা	১২
পদ্মার ভাঙন	১৩
রক্তাক্ত ভালোবাসা	১৪
উৎপাটন	১৫
সাধের যাত্রাপথ	১৬
বারুদের গন্ধ	১৭
ঠকিনি	১৮
জনপ্রিয়তা	১৯
গড়ার কল	২০
একা ও পৃথিবী	২১
ঘোর অন্ধকার	২২
ক্ষতি	২৩
ভাবের ঘরে	২৪
ফাঁকি	২৫
নামজাদা মানুষ	২৬
বেমানান	২৭

BANGLADARSHAN.COM

এক চিলতে রোদ্দুর

মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি মারছে
অনেক দিনের পরে,
বৃষ্টিভেজা পথ আজ পিঠ সেঁকে নেয় বারে বারে,
সোঁদা গন্ধ আর আগমনী সুর মিলে মিশে একাকার
মনটা ওঠে কেমন করে,
এক চিলতে রোদ্দুর আজ
মায়ের আটচালা ঘরে।

মাটির দেওয়াল আল্পনাতে নবীর রূপের সাজে,
আটচালা রঙিন চাঁদোয়ায় ঝলমল হয়ে উঠবে যে,
মেয়েরা ব্যস্ত ঠাকুর দালানে নানান রকম কাজে,
মা আসছেন দোলায় চড়ে,
ঐ দূরেতে সানাই বাজে,
এক চিলতে রোদ্দুর
মায়ের আগমনের বার্তা জানায় সবার মাঝে।

BANGLADARSHAN.COM

ইচ্ছামতীর তীরে

বসে আছি ইচ্ছামতীর তীরে.....
দূরে সবুজ বনানী কেয়া পাতার বন,
কালিন্দী, বিদ্যাধরী ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে
রইনু কিছুক্ষণ,
হাত বাড়ালেই প্রাণের বাংলাদেশ।

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যে তুমি ইচ্ছামতী নদী,
এক ডুবে ওপারে গিয়ে ছুঁতে পারি
ওপার বাংলার মাটি,
পূর্ব পুরুষের ভিটে জমি
মনের মধ্যে মোচড় মারে কেমন,
মন যে অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার ঘাঁটি,
এক লহমায় ছুঁতে পারি সাধের বাংলাদেশ।

BANGLADARSHAN.COM

কাঁটা তারে নাইকো ঘেরা
নদীর বুকে নৌকা ডিঙির মেলা,
জেলেরা সব মাছ ধরছে রাশি রাশি
নেই ভেদাভেদ কোন মাছ কোন দেশী,
বাঁধা নিষেধ আছে শুধু আমার যাবার বেলায়,
ইচ্ছামতীর ইচ্ছা মতো বয়ে চলা.....
আমার হতে চায় যে এ মন বারে বারে,
রাজনৈতিক নিয়ম জালে
মনের ইচ্ছে বাঁধা পড়ে,
দূর হতেই দেখি আমার প্রেমের বাংলাদেশ।

শুভদৃষ্টি

নিঃশব্দে সমস্ত বাঁধন যখন উন্মুক্ত
নিবিড় হতে নিবিড়ে জড়িয়ে
জীবনের যত অঙ্গীকার,
ফিরিয়ে দিলে আমার আপন করে রাখা
সমস্ত অলংকার,
এই শুভদৃষ্টির নেই কোনো অন্ত
যেথা দুটি মন একাকার।

আহ্বানে মন ভাসিয়ে বুকেতে প্রবল জোয়ার,
নদীর গতিপথে মনের দেওয়া নেওয়ায়
ভেঙেছে বাঁধ আবার,
প্লাবিত দুটি মনের প্রেমের ঘনঘটায় বৃষ্টির উপহার।

সিক্ত হোক দুটি মন সপ্ত শিখরসম উচ্চতায় এবার,
নৃত্যের তালে ডিঙা ভাসালে দোঁহে ভেদিয়া আঁধার,
চরম আকর্ষণের বেষ্টনে আজ দুটি মন
আস্বাদন করুক ঝর্ণার।

BANGLADARSHAN.COM

সুবিচারের অভাব

কোথায় পাবো সুবিচার
বলতে পারো একবার?
হন্যে হয়ে ঘুরছি সবাই
রাজার দরবার বার বার।

মিথ্যাচারের পায়া ভারী
সত্য কথার হয় না জয়,
পথ দেখালো মিথ্যা পথের
তবেই কর্ম সফল হয়।

একদিন যে থামতে হবে
এটা জেনে রেখো ভাই,
একজনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না
কুবিচারের আশায় ছাই।

BANGLADARSHAN.COM

প্রিয়

আমার প্রথম এবং শেষ
তোমার গভীর প্রেম,
গানের ওপারে অমর বেশে
তোমায় যে রাখলেম।

অবিনশ্বর অম্লান তুমি
আমার প্রাণের মাঝে,
ঝংকৃত হয়ে রইলে চিরদিন
প্রথিত সকল কাজে।

তুমি প্রভাতের নতুন সূর্য
তুমিই রাতের তারা,
তোমায় নিয়ে রাখবো যতনে
হয়ে পাগল পারা।

BANGLADARSHAN.COM

শিক্ষকের অবদান

নতুন জামা নতুন ঘড়ি
নতুন জীবন নতুন বাড়ি,
যার যা আছে ভেবে দেখো
শিক্ষকের অবদান।

নতুন আদর্শ নতুন চিন্তা
নতুন পথে বাঁচতে শেখা,
যেভাবেই চলো ভেবে দেখো
শিক্ষকের অবদান।

গৃহে শিক্ষা মায়ের কাছে
বিদ্যালয়ে শিক্ষাগুরু,
পেয়েছি যে দীক্ষামন্ত্র
শিক্ষকের অবদান।

BANGLADARSHAN.COM

শেখা শেখানোর অনন্ত যাত্রা
এগিয়ে চলার নেই যে মাত্রা,
নতুন প্রজন্মের আলোর দিশা
শিক্ষকের অবদান।

বয়সের বাড়ি

হাঁটু মুইড়া বইতে গিয়া
বয়সের বাড়ি দিলাম পাড়ি,
পিঠের কাছে কনকনাইয়া
ব্যথার চোটে মুইষড়া পড়ি।

চুলের গোড়ায় পাক ধরছে
দাঁতের ভিতর শিরশিরানি,
কোমর খানা বেজায় স্ফীত
দুই চক্ষে পড়ল ছানি।

আ মলো যা কত কথার
ভুল উত্তর দিয়া ফেলি,
টাটার বদলে বাটা শুনি
টালির জায়গায় বালি।

BANGLADARSHAN.COM

কী করুম বোঝার লইগ্যা
পাড়ার মানুষ জড়ো করলায়,
তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকছে
সব যে গন্ডগোল হইয়া যায়।

অবাক

জিন লাগিয়ে বহুদিনের ছোটার অভ্যাস
আজো বহাল
পরিবেশ যতই হয়ে উঠুক জটিল আর বেসামাল,
নদীর ওপারে এক লাফে পার হলে
মুখ থুবড়ে পড়তে হবে জলে.....
অবস্থাটা হবে যে বেহাল।

ক্লান্ত হতে চাই না মোটেই
রুজি রোজগারের আর পরোয়া নেই
কিসের এত দেখানো খাতিরদারী
সম্পর্কের যখন নেই কোনো বালাই।

অবাক আর হই না এখন
যান্ত্রিক পথে চলছে সাধের জীবন,
সুখের লগন আজ যন্ত্রণার মোড়কে মোড়া
শেষের পথে এই কী খেলার বাঁধন?

BANGLADARSHAN.COM

বুঝতে শিখিনি

বুঝতে শিখিনি
কেন কঠিন অঙ্ক কষতে দিলে?
বোঝার জন্য সময় একটু চাওয়া,
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য প্রস্তুতি চলে মুহুর্মুহু
আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম যাদের
টের পাবেনা তারা মোটেই
কিসের দিন কিসের রাতি,
বোঝার আগেই আগুন লাগায় তারা,
আবার নিজের ঘরে জ্বালায় সুখের বাতি।

আজ যে রাজা কাল সে ফকির
ভাবনার আসন বসাও হৃদ মাঝারে,
সঠিক পথের দিশা দেখানোর শপথ নিয়ে
বাঁচতে হবে হাজার মানুষের ভীড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষা

শত কোটি সময় ধরে চলেছে প্রতীক্ষা অবিরত
মনের মানুষের জন্য.....
দেহ মন ছুঁয়ে যায় অভিশপ্ত আকাঙ্খা
হৃদয়ের কাঁপন হয়েছে বন্য।

প্রেমের বন্যায় সিক্ত এ তনু
মন পুড়ে মরে প্রেমানলে,
গোলাপের কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত
রঙ মশাল আমার অঙ্গে জ্বলে।

নদীর জলে অবগাহন করি
সমুদ্রের কিনারে কাঁদে চাতকী,
জল বিনে তৃষ্ণা মেটেনা
প্রেমের জন্য হয়েছি পাতকী।

BANGLADARSHAN.COM

পদ্মার ভাঙন

ভাঙন ধরেছে পদ্মার বুকে
বসতি বাজার জনারণ্য সব
জলের নিচে তলিয়ে গেছে,
ফুঁসছে পদ্মা কোন তাড়নায়
উত্তর নেই কারোর কাছে।

কালের জয়গান যতই করো
প্রকৃতির কাছে সব যে মিছে,
ধনীর দম্ভ মিশে যায় জলে
পদ্মা যে আজ তরঙ্গে নাচে।

ভিটে ছাড়া আজ অগুনিত মানুষ
জীবন ভাসে পদ্মার মাঝে,
তোমার পাড়ে মানুষের হাহাকার
রূপের বৈভব লাগে না কোনো কাজে।

BANGLADARSHAN.COM

রক্তাক্ত ভালোবাসা

ভেবেছিলাম অনেক দিনের পর
একটা মানুষের মতো মানুষ পেলাম বোধ হয়,
চওড়া ছাতিতে মাথা রেখে
অনেকক্ষণ নিঃশব্দে শ্বাস নিয়েছিলাম ছাতিমতলায়,
মন হাওয়াই গাড়ীর চেয়েও
দ্রুত ছুটছে প্রেমের নেশায়।

স্বপ্নগুলো একটু একটু করে কিনতে লাগলাম
রোজগারের টাকা বাঁচিয়ে,
নতুন মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক
জমে উঠেছিল লাগাম ছাড়া ভালোবাসায়,
আহ্লাদী মন ভরে উঠল মনের মানুষের বন্যতায়।

নির্ভরতা ছিন্ন করে
BANGLADARSHAN.COM
অনেক দামে অন্যের কাছে একদিন বিকিয়ে দিল আমায়,
মরে গেলাম বিষের যন্ত্রণায়,
নিজের বিশ্বাস পুড়িয়ে ফেলি ছাতিমতলায়,
ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত ভালোবাসা
কাঁচা অন্তরে ঘুন ধরায়।

উৎপাটন

বাংলা বিভাগের সময়
এই বাংলার বুকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাদের,
বর্ডারে সব কেড়ে নিয়ে
শূন্য হাতে এপারে ঠেলে দিয়েছিল,
কোথায় থাকবো জানিনা
শূন্য হাতে গোটা সংসার নিয়ে জনস্রোতে ভেসে যাওয়া.....

রেল স্টেশনে মুটের দলে নাম লিখিয়ে মন্দ হয় নি,
এক বেলা খাবার জুটে গেলেও
ভাগের মা গঙ্গা পায় নি,
বিনে পয়সায় স্টেশন চত্বরকে বিশ্রামের তোষক মানি,
গোটা সংসার নিয়ে অভাবের স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়া.....

চায়ের ভাঁড়ে পাউরুটির টুকরো ভাসে,
জিবে গজা দেখে জিবে জল আসে,
পয়সা যেটুকু খিদে মেটেনা শেষে,
উৎপাটনের জ্বালায় উজানে নৌকা বাওয়া.....

BANGLADARSHAN.COM

সাধের যাত্রাপথ

দুহাতে কিছু না নিয়ে এসেছিলে একদিন
শুরু হল তোমার যাত্রাপথ,
লোহিত কণিকারা মারামারি করে উত্তেজনায়
প্রশস্ত হয়ে ওঠে কর্মপথ।

ক্ষণিকের অতিথি হয়ে তাকিয়ে দেখ
দিকচক্রবাল অনেক স্পষ্ট,
রবির তেজ লাগেনা গায়ে
গতি হয়েছে আজ শ্লথ।

মায়ার জালে আটকে না থেকে
নিজেরে করে দাও মুক্ত,
পুরাতন দিনের ডঙ্কা বাজাও
হোয়ো না উদ্ধত।

BANGLADARSHAN.COM

বারুদের গন্ধ

আকাশে বারুদের গন্ধ
পুড়ছে মাটি জ্বলছে বাতাস,
নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে
চারিদিকে শুধু হাহুতাশ।

নতুন দিনের ভোরের গান
জাগায় না আর সতেজ শ্বাস,
বদ্ধ হয়ে রইলো পড়ে
গুমোট ঘরে প্রাণোচ্ছাস।

রবির কিরণ ম্রিয়মান যেন
প্রাণস্পন্দনের চলছে তালাশ,
যৎপরোনাস্তি কঠিন ব্যামোর
সোচ্চার হও করতে খালাস।

BANGLADARSHAN.COM

ঠকিনি

ঠকতে হবে আর কতদিন জানিনা
জন্মক্ষণে বুদ্ধি নিয়ে আসিনি এই পৃথিবীতে,
উপলব্ধির কোষে জলের ভাগ এখনো বেশি
অন্যের কুমতলব টের পাই কোনোমতে।

এখানে সেখানে অনেক মূর্তি
রং বেরঙের গালিচায় আসন পাতে,
জানতে গিয়ে ভাঙতে হয় না
আগেই নাজেহাল ক্ষতে বিক্ষতে।

ঠকতে গিয়ে শিক্ষার হার
অভিজ্ঞতারে নেয় সাথে,
প্রাণস্পন্দনে কাঁপন লাগে না
সবল করল সোজা পথে।

BANGLADARSHAN.COM

জনপ্রিয়তা

এলোপাথারি ভাব
বাউন্ডুলে স্বভাব
নিরলস কর্ম প্রয়াস
জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

বন্য প্রচেষ্টা
গভীরতার তেষ্টা
ক্লেদহীন ভাবনা
খেলে তরঙ্গে।

দীন জলের প্রতি
রয় যেন সুমতি
ছন্দে চলে হৃদয়
কত না রঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

গড়ার কল

মাঝের পথ আটকে দিয়েছে
মস্ত একটা পাথর,
ডিঙিয়ে ওপারে যেতে
হোঁচট খেলাম বড়,
রঙিন জলে মাছগুলো
পেট উল্টে পড়ে আছে কেমন
লাফ মারার অবসাদে
ক্লান্তিগুলো করলাম জড়ো।

ফানুস হয়ে আর কতদিন
আসমানে রইবে হয়ে নড়বড়,
মিথ্যে অহংকার ধূলায় লুটায়
ভীত আজ তুমি বড্ড জড়সড়।

BANGLADARSHAN.COM

আগুনের লেলিহান শিখায়
আমি পুড়ি তুমিও পোড়ো,
সব্বাইকে জড়িয়ে নিয়ে
চিতার অনলে ভবিষ্যত গড়ো।

একা ও পৃথিবী

চলতে থাকে জীর্ণ শরীর নিয়ে কালের গতিতে,
দেহে প্রাণ যতদিন
ভালো লাগে এ পৃথিবীকে আস্বাদন করতে,
লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ জানান দেয়
প্রাণস্পন্দন চলছে আজো তড়িৎ গতিতে।

প্রস্তুতি চলে কবুতরের খোপে
গুটিয়ে বিশ্রাম নিতে,
কঠিন ব্যামোর কবলে পরেনি বেশি
কোনো দিন কোনো মতে,
একাগ্রতা ও একাত্মতা সঙ্গে করে
এক থেকে দশের দিকে
এগিয়ে চলে দীক্ষিত হতে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘোর অন্ধকার

অভিনব হতে গেলে দম লাগে মনের,
মরুভূমিতে মরুদ্যান দেখে
গলে যেতে মানা করেছি তোমাকে কতবার,
ভুলের মাশুল দিতে দিতে
এসে পৌঁছলে জীবন সায়াহ্নে,
রক্তকরবীর গন্ধ নিয়ে কাটিয়ে দাও
কয়েকটা দিন আর।

উদাসীনতা বাঁচাতে পারে কেবল মনটাকে,
সমাজের কাছে অপেক্ষমান
অন্তহীন নাস্তানাবুদ হবার,
কঠিন ব্রতে দীক্ষা নিয়ে
চলার শিক্ষা নাও এবার,
মাড়িয়ে চলে যাবে আপনজন,
তোমার জীবনে রইবে শুধুই ঘোর অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষতি

সমগ্র উজার করে ভালোবাসার
আরেক নাম প্রেম,
ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসতে
ভালো লাগে জানতেম,
খুব তৃপ্ত হই
আমার প্রেমের উপলব্ধিতে যখন
আরেকজন ভাসমান মাঝ সমুদ্রে,
তবে এ শুধু অনুমান মাত্র.....
সকলে দিতে জানেনা সম্মান,
বাসেনা ভালো গভীর ভাবে,
এক্ষেত্রে ক্ষতি কার সেটা বলা খুব মুশকিল।

চাঁদের আলোর রূপোলী ছটা পেতে বিনিময় শূন্য,
রবির কিরণে স্নাত হয়ে
শক্তির ভান্ডার করি পূর্ণ,
প্রবাহিত নদীর কুলু কুলু শব্দে
হৃদয়ে ওঠে গুঞ্জরণ,
মনের অলিন্দ আন্দোলিত হয়
শুনে পাখির কুজন,
দেওয়া নেওয়ার হিসেব থাকেনা
নাও সবটুকু হয়ে আকুল।

প্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে ভাই
অঙ্গ করো খাঁটি সোনা,
আঁচল পেতে নাও গো ভরে
মূল্য কিছু দিতে চেও না,
প্রেমবাজারে সওদা করে
প্রেম তো কেনা যায় না,
যে জম মনের মূল্য বোঝেনা
ক্ষতির বোঝা তার যে বহাল।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবের ঘরে

উদাস মনের দৃষ্টিপথে
নতুন প্রাণের স্পর্শ লাগে,
বিভোর হয়ে উদার মনে
কজন মানুষ ভাবের ভাগে?

নরম মনে নিরিবিলিতে
হাসনুহানার সুবাস জাগে,
ছন্দ নিয়ে নতুনত্বের
খোঁজ মেলে ঐ রঙিন বাগে।

কোকিলের মিঠেল সুর
হৃদয় কাড়ে এই ফাগে,
মন যমুনা উথাল পাথাল
মন মাতানো বসন্ত রাগে।

BANGLADARSHAN.COM

ফাঁকি

আগের মতো করে আর
আমায় ভালোবাসতে পারোনা,
সূর্য মেঘের লুকোচুরি খেলা
বার বার জীবনে আসেনা,
তবু কেন অন্য ভাবে চলো আজো অজানা।

এবড়ো খেবড়ো মনের চাতালে
নদী যে উত্তাল খরস্রোতা,
চমকিত হৃদয় খুঁজে খুঁজে ফেরে
ফেলে আসা অতীত প্রেমের বার্তা,
আজো এ মনের কোণে রয়েছে
তোমারই আসন পাতা,
চোরা স্রোতে তলিয়ে যেতে চায়
প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণা।

BANGLADARSHAN.COM

নবীন বসনে চপলা নয়নে
ধাবিত প্রাণ আজো তোমা পানে,
মুহূর্তের দামী মোড়কে
জীবনের কথা সাজাই যতনে,
হারিয়েছে সময় দিকচক্রবালে
অতীতের কাছে তাই হার মানা।

ভালো করে দেখার লগন
সুস্পষ্ট হতে আর চায়না,
কোন গভীরতায় চাইতে যাব
মনের দরজা যে খোলেনা,
এদিন আসার প্রয়োজন ছিল
নয় তো বলিষ্ঠ হওয়া যেত না।

নামজাদা মানুষ

কই মাগুর কাতলা জোড়া,
পদ্মার ইলিশ বাজার ভরা।
কোনটা কিনি বোঝার লড়াই,
ধনী লোকের কেনার বড়াই।

মায়না পেয়ে হরেন ঘোষাল,
চড়া দামে কেনেন মোবাইল।
পাড়ার লোকে দেখবে তাকে,
মন জুগিয়ে চলবে ফাঁকে।

আলগা পীরিত ভালোই লাগে,
মানুষ পটান আগে ভাগে।
নেমপ্লেটেতে ডিগ্রী লেখেন,
লোক দেখিয়ে বিদেশ ঘোরেন।

BANGLADARSHAN.COM

মোটা টাকা চাঁদা দিলেন,
পাড়ার ক্লাবে হোতা হলেন।
ঘোষাল বাবুর নধর কান্তি,
পাড়ার লোকের দেখে শান্তি।

বেমানান

বটগাছের পাশে ছোট্ট একটি চারাগাছ
দাঁড়িয়ে আছে বেশ
একটু একটু করে বড় হচ্ছিল বটে,
বটের শিঁকড় কিছুতেই যেতে দেয়না তাকে মাটির ভিতর,
নালিশ জানানোর কেউ নেই কাছে পিঠে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
নিঃশ্বাসে টান পড়তে থাকে মাঠে ঘাটে,
কুঁকড়ে থাকে ছোট্ট প্রাণ অতি কষ্টে অনাদরে
বেঁচে যায় সে অন্ধকারের চাদর পাতা বাটে।

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকার লোভ সামলানো কঠিন,
লুকিয়ে লুকিয়ে আকাশ দেখার ছল করে সে,
রবির পায়ে ধর্না দিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুটি,
বটের পাশে বেমানান হয়ে থাকার কথা রটে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥